আপনার শহরকে পরিচ্ছন্ন
ও সবুজ রাখুন

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

## সচিবালয় বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ও জাইকা সহায়তাপুষ্ট 'স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি ফর সিটি কর্পোরেশন' প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিটি লেবেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (সিএলসিসি)'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম<br>প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন |
| সভার স্থান | : | টাইগারপাসস্থ চসিক সম্মেলন কক্ষ |
| সভার তারিখ | : | ২৩ জানুয়ারী ২০২৪ খ্রি. |
| সময় | : | বেলা ১১.০০ ঘটিকা |

সভার শুরুতে সভার সভাপতি চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত মেয়র প্যানেলের সদস্যবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সরকারি ও অসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দকে স্বাগত জানান। প্রাথমিক পরিচয়পর্ব শেষে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করার জন্য চসিকের সচিব জনাব খালেদ মাহমুদকে অনুরোধ জানালে তিনি বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি বলেন, কর্পোরেশন এলাকায় উন্নয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তথ্যসমূহ নাগরিকদের গোচরীভূত করা, বাজেট প্রণয়নে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সিএলসিসি কমিটির মাধ্যমে নগরবাসীকে অবহিত ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করার জন্যই মূলত এ সভার আয়োজন। অতঃপর তাঁর অনুরোধক্রমে বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের উপর চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংশিষ্ট বিভাগ/শাখা প্রধানগণ সভায় বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ পর্যায়ে সভায় উপস্থিত সভ্যগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত দেন।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (আইইবি) চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার বলেন, ৪০ বছর যাবত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে বিভিন্ন অসঙ্গতির ছবি তুলে আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানিয়েছি। অনেকবার কাজ হয়েছে, অনেকবার হয় নি। ডিশ আর ইন্টারনেটের ঝুলন্ত তারের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। একসময় পাবলিক প্লেসে ধুমপান করা সাধারণ ব্যাপার ছিল। এখন এটা অনেকটাই কমে এসেছে। আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে পরিবর্তন করতে পারি।

শিল্পী, সংগঠক ও পরিবেশ কর্মী শাহরিয়ার খালেদ বলেন, আমার বাড়ি দক্ষিণ বাকলিয়ায় ডাস্টবিন আছে একটি। কাজেম আলি মাস্টার বাড়ির সামনে ১ বছর ধরে ড্রেন পরিষ্কার করা হয় নি। জলাবদ্ধতা প্রকল্পের আওতায় যে রিটেইনিং ওয়ালগুলো হচ্ছে তাতে অনেক ক্রস ড্রেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত। অনেক জায়গায় টাকা দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করছে, বস্তি থেকে খালে ময়লা ফেলছে, বিল্ডিং থেকে খালে ফেলে, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। পর্যাপ্ত ডাস্টবিন স্থাপন করতে হবে এবং সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ছাড়া এ সমস্যা সমাধান হবে না। ড্রেনের সাথে চাক্তাই খাল রিলেটেড। খালের গভীরতা সব জায়গায় সমান না। রাস্তা উচু করার চেয়ে খাল খনন করতে হবে।

কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) চট্টগ্রাম -এর যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম জাহাঙ্গীর বলেন, জনগণের ভোগান্তি যদি হ্রাস করতে হয় তাহলে এ সভাগুলোর সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। সুশীল সমাজের মতামত দ্রুত বাস্তবায়িত হলে নাগরিকগণ এর সুফল পাবে। ফুটপাত হকারদের কাছে চলে গেছে। এখন পিচঢালা রাস্তাও চলে গেছে। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। এ ধরনের মিটিংয়ে পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ থেকে কাউকে রাখা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা যায়। যেখানে সেখানে ব্লক বসিয়ে দিচ্ছে। বহদ্দারহাট থেকে কালুরঘাট রাস্তার দুধারে অবৈধ দখল। স্পিড ব্রেকার যত্রতত্র দেয়া হচ্ছে, প্রয়োজনীয় জায়গায় দেয়া হোক এবং অবশ্যই যাতে মার্কিং থাকে। গণ পরিবহনের বিশৃংখলা এবং শব্দ দূষণের কারণে জনগণ বড় প্রজেক্টের সাফল্য পাচ্ছে না। ফুটপাত দখলমুক্ত করা , ড্রেন পরিষ্কার করা, ডাস্টবিন কোন জায়গায় রাখলে ভালো হয় তা নিয়ে আলোচনা করা, কসাইখানাসমূহে কিভাবে মানউন্নয়ন করা যায় তাসহ স্বাস্থ্য সেক্টরে ছোট ছোট কমিটি করে কাজগুলো ফিল্ড থেকে কেইস স্টাডি করে উঠিয়ে নিয়ে আসা। আশা করবো একথাগুলো আমলে নিয়ে সব বিষয়ে একটু একটু করে উদ্যোগ নিয়ে এ সমস্যাগুলো যাতে সমাধান করা হয়।

CamScanner

সম্মানিত প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সংগৃহীত ময়লাগুলো মেইন রোডে দৃশ্যমান জায়গায় রাখা হয়। রাস্তায় ময়লা না রেখে যেখানে মানুষের চলাচল কম এমন জায়গায় রাখলে মানুষজন স্বস্তি পাবে।

সাবেক কাউন্সিলর অ্যাডভোকেট রেহেনা বেগম রানু বলেন, আগ্রাবাদ একটি নান্দনিক এলাকা ছিল। এখন সেখানে ড্রেন পর্যন্ত দখল করে রিকশার গ্যারেজ, খাবারের দোকান করা হয়েছে। মহেশখাল দখল করে মসজিদ, স্কুল হচ্ছে। অনেক জায়গায় রাস্তায় লাইট নাই। এসব খাল-ড্রেন দখলমুক্ত করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় , যেসব জায়গায় সড়ক বাতি নেই, সেখানে আলোকায়নের ব্যবস্থা করা হয় , এটাই আমার প্রত্যাশা।

সমাজ উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন 'ইলমা'র প্রধান নির্বাহী মানবাধিকার কর্মী জেসমিন সুলতানা পারু বলেন, আমি নাসিরাবাদ এলাকায় থাকি, সেখানে বখাটের উৎপাত, মাদকের উৎপাত, ময়লা-আবর্জনা নিয়ে মানুষ বিরক্ত অথচ কাউন্সিলরগণ সমাজের নাগরিকদের নিয়ে কোন সভা করেন না। যানজট নিরসনে বিআরটিসি বাস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন।

মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও লায়ন রফিক আহমদ বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে নানন্দিক করার জন্য সৌন্দর্যবর্ধনে আরো উদ্যোগী হওয়া উচিত। এয়ারপোর্ট সড়ক, টাইগারপাস, বড়পোল মোড়সহ যেসকল জায়গায় স্থাপনা স্থাপন করা হয়েছে, তা রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার অনুরোধ করেন।

দৈনিক আজাদীর সম্পাদক এম এ মালেক বলেন, সভায় সকল কাউন্সিলরের উপস্থিতি নিশ্চিত করা উচিত ছিল। সবার আগে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ৬০-৭০ লক্ষ অধিবাসী বাস করে এমন শহরের মধ্যে চট্টগ্রাম একমাত্র শহর যেখানে স্যুয়ারেজ সিস্টেম নাই। চট্টগ্রামে আগে যে ন্যাচারাল ড্রেনেজ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে। এখন এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ নেওয়া যায় তা ভেবে দেখার অনুরোধ করেন।

অতঃপর সভার প্রধান অতিথি মাননীয় মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, চট্টগ্রাম শহরকে নিয়ে সকলে চিন্তা করে এটা তারই প্রতিফলন। জলাবদ্ধতা প্রকল্পে ৩৬টি খালে কাজ করছে সিডিএ, আমি সরেজমিন পরিদর্শন করে বলেছি, এ বর্ষার আগেই যেন মাটি উত্তোলন করা হয়। আমরা উদ্যোগ নিচ্ছি ফুটপাত দখলমুক্ত করতে, কিন্তু তা পুনরায় যাতে দখল না হয়ে যায় তার জন্য পুলিশ কমিশনারকে উদ্যোগ নিতে হবে। আপনারাও বিভিন্ন ফোরামে এটা নিয়ে কথা বলবেন, সকলের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া চট্টগ্রামকে পরিকল্পিত নগর হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের দুটি ল্যান্ডফিল আছে, একটি হালিশহর, আরেকটি আরেফিন নগরে। কিন্তু দুটি'ই ভরাট হয়ে গেছে, তাই আমি ১নং ওয়ার্ডে আরেকটি ল্যান্ডফিল ক্রয় করছি। উদ্যোগ নিচ্ছি কিভাবে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায়, এ বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যানজটের ব্যাপারে আমি একটি প্রস্তাব দিয়েছি পে পার্কিং এর। চট্টগ্রাম শহরকে সুন্দর করার জন্য আপনাদের পরামর্শে যা যা করা প্রয়োজন আমি করব। সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলছে, এ ব্যাপারে আপনাদের কোন পরিকল্পনা থাকলে জানাবেন। আমাদের পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে একটি করে খেলার মাঠ তৈরি করার। অনেকগুলো করা হয়েছে, বাকিগুলোর কাজ চলছে। এসকল ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা চাই, পরামর্শও চাই। সকলের সম্মিলত চেষ্টায় আমরা চট্টগ্রামকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তুলবো, এটাই আমার বিশ্বাস।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

| ক্রমিক | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|
| ১. | নগরের ওয়ার্ডের ফুটপাত ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করা এবং ফুটপাত হকারমুক্ত রাখতে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সহায়তা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।<br>২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক। |
| ২. | উচ্ছেদকৃত স্থানকে সৌন্দর্যবর্ধনের আওতায় আনা এবং পুনরায় দখল না হয়ে যায় সেজন্য স্থানীয় কাউন্সিলরকে সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান প্রকৌশলী, চসিক।<br>২। নগর পরিকল্পনাবিদ, চসিক। |
| ৩. | হোল্ডিং ট্যাক্সের আপিল নিষ্পত্তিকরণের মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনর্নির্ধারণ কার্যক্রম জোরদার করা এবং কর প্রদানের সুবিধার্থে সারচার্জ মওকুফসহ ই-রেভিনিউ কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার জন্য প্রচার কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়। | ১। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, চসিক<br>২। জনসংযোগ কর্মকর্তা, চসিক |

CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| ৪. | খাল দখলমুক্ত করার জন্য উদ্ধার অভিযান জোরদার করার এবং প্রকল্প এলাকায় উদ্ধার হওয়া খালসংলগ্ন ভূমি রক্ষায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক।<br>২। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, চসিক। |
| ৫. | যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা রোধে নগরীতে ডাস্টবিন এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে মশার ওষুধ ছিটানোর কার্যক্রম জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। |
| ৬. | যানজট কমাতে এবং যত্রতত্র পার্কিং বন্ধ করতে নগরীর প্রত্যেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রযুক্তিভিত্তিক পে-পার্কিংয়ের ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চসিক। |
| ৭. | স্থানীয় সমস্যাগুলোর বিষয়ে সমাজের নাগরিকদের নিয়ে ওয়ার্ড লেভেলে নিয়মিত ডব্লিউএলসিসি সভা আয়োজন করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। সম্মানিত কাউন্সিলরগণ, চসিক। |
| ৮. | কসাইখানাসমূহে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও যথাযথ মান নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। | ১। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, চসিক।<br>২। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, চসিক। |
| ৯. | নগরীর সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার জন্য বিভিন্ন সংস্থার (চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) প্রধানদের সাথে সমন্বয় সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | ১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চসিক। |

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভায় আগত প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন পূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৫/০৫/২৪

(শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.১৮.০১৬.২২.৩৫৩ তারিখ: ১৫/০৫/২৪

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে

১। জনাব....., মেয়র প্যানেলের সদস্য, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
২। জনাব.....,সম্মানিত কাউন্সিলর, ওয়ার্ড/সংরক্ষিত আসন নং-....., চসিক।
৩। একান্ত সচিব, মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
৫। জনাব.....।

১৫/৫/২৪

(মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন)
সচিব
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

CamScanner